দীপান্বিতা
গার্গী ভট্টাচার্য

দীপান্বিতা

গার্গী ভট্টাচার্য

COPYRIGHTED MATERIAL

Information and Images;
Internet, credit goes to them .

Sarada Mani

My life has become a symbol .

In my life the words-- walk,work and wake are all actually guided by various spiritual symbols .

Writer .

- **When ignorant people see me in my ordinary human form, they consider me likewise. They do not realize that I am the Paramount Being, the Paramaatman - the one that pervades the Universe.**

Loknath Baba

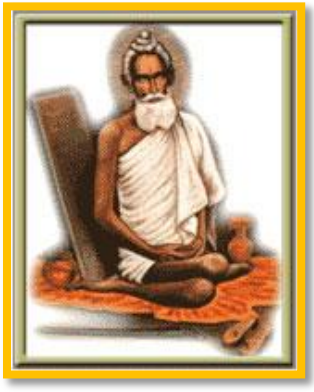

দোলন রায়ের স্বামী দীপঙ্কর দে অসুখ মুক্ত হবেন ও আবার যৌবনের দোরগোড়ায় চলে আসবেন । এরজন্য ওনাকে বিদেশ ভ্রমণ করতে হবে ও আধ্যাত্মিক একটি বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে যা অ্যাফ্রিকাতে রয়েছে । ওঁরা দুজনেই গান্ধার আদতে । আমাকে আধ্যাত্মিক জার্নিতে হেল্প করেছে ।

ওঁদের একটি সন্তানও হবে তবে সেটি ওনারা দত্তক নেবেন ।

বিধুশেখর শাস্ত্রীর বাড়ির দুয়োরাণী আদতে এক কর্ণপিশাচিনী ছিলো ও বহু জন্ম দেহ ব্যবসাতে নিযুক্ত ছিলো । কর্ণপিশাচিনীরা পুরুষদের ধরে ও নাশ করে সেক্স দিয়ে । এই মহিলা কোনো জন্মে হয়ত সাধনা করে তান্ত্রিক হয় ও পরে লম্বোদর গণেশের মুশিক রূপে উন্নীত হয় । পরে পতন হয়ে যায় যা মহাজগতে খ্বই স্বাভাবিক ঘটনা । এই ছন্দপতন থেকে বার হবার জন্যই মোক্ষপথে ধাবিত হন সাধকেরা । এই মহিলা এই জন্মেও সেই ধারা বজায় রেখেছে । মামার বন্ধুকে ফাঁসায় তন্ত্র করে ।

তারক মামা । সেক্সে ফাঁসায় কিন্তু সেই মামা ওকে বিয়ে করেনা । মামার বন্ধু রেপ করে ছেড়ে দেয় । কিন্তু তার সাথে অর্গাজম করতো এই কর্ণপিশাচিনী । পরে এক সৈনিককে ফাঁসায় তন্ত্র করে ।

মামার বাড়িতে বাস করতো । জন্ম এর সময় মা মারা যায় । বাবা পলায়ন করে । তখন মামারা ওকে মানুষ করে যারা বাংলাদেশে বরিশালের জমিদার ছিলো আগেই বলেছি । কীর্তিপাশা গ্রামের জমিদার তারা কিন্তু এর বাপের হিস্ট্রী ভালো নয় । অর্থের লোভে এর মা পুতুলকে বিয়ে করেছিলো ।

পুতুল সুদর্শনা ছিলো না তাই পাত্র পেতে অসুবিধে হচ্ছিলো তাই এই সাধারণ গ্রাম্য যুবককে ধরে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু মেয়ে হবার পরে বৌ মারা যেতে সেও পলায়ন করে । হয়ত অন্য বিয়ে করে ।

এই দুয়োরাণীর মাতামহ ভালো তান্ত্রিক ছিলেন । কিন্তু নাতনিটি নিজের স্বার্থে তন্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করে । ওপাড় বাংলা থেকে আসার পরে উত্তর

প্রদেশে ওঠে আর মামাবাড়িতে বসে বসে এইভাবে ছেলেধরার চেষ্টা চালিয়ে যায় । পরে এক সৈনিক আসে ও তাকেও সেক্স স্ক্যামে ফাঁসায় আর পোয়াতি হয়ে শেষে মামাবাড়ি থেকে পলায়ন করে । পরে

নিজ ভাসুরকে তুকতাক করে যকৃতের ক্যান্সার করে মারে অত্যন্ত নৃশংস উপায়ে ।

আর সম্পর্কে এই মহিলা বা চুড়েল আমার শাউরি হয় এত জঘন্য চরিত্র এর ।

আইভি যাবে চন্ডালিনী নরকে । এটা নব সংযোজন । নব গ্রহ হল নরকের লিস্টে । কারণ এত পাপ বেড়ে গিয়েছে যে নতুন নতুন গ্রহ তৈরি হচ্ছে মহাবিশ্বে । যেমন গ্রহ ভাঙে সেরকম গড়েও ।

এই গ্রহে আইভির মতন আআরা থাকে ।

এখানে ওকে ক্রমাগত পিষে ফেলা হবে ও ধাতব শিটের মতন পাত্‌লা করে ফেলা হবে ও আবার ওর সুক্ষ্ম দেহ গজিয়ে উঠবে এইভাবে চলবে ৫০০০০ বছর যতক্ষণ না ওর অহং শীতল হয় ।

উলধ্বনি নদীর কাছে যে সুতপা বাস করে যে নিজ পোষ্যকে পিষে মেরেছে সে- বিকে কলোনিতে ; ওটি সেকশানে থাকে । তার বর এক অর্থপিশাচ ।

নাইট ডিউটি করে সেইসময় বৌ ও মেয়ে তুকতাকে মাতে । বর আগে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে কাজ করতো । বেশ্যালয়ে যেতো । নাম তার উত্তম কিন্তু মানুষ হিসেবে একেবারে অধম ।

আসলে এখন সাধারণ মানুষ এই তুকতাক বা শিহির করে করে গড হয়ে বসতে চাইছে । গড কমপ্লেক্স হয়ে গেছে তাদের । সব বদলে দেবে তারা এগুনো করে । আর আছে বিজ্ঞানের গুঁতো । কেউ কিছু এদের বললে তাকে পাগল বানিয়ে দিলেই হল । সায়েন্স হা? দিস্ ইজ দা এজ অফ্ সায়েন্স !

যারা এদের লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়ে এরা তাদের বোকা, মূর্খ ও পাগল বানিয়ে দেয় বিজ্ঞানের তীর ছুঁড়ে । কিন্তু ঈশ্বর যখন ব্রজনিনাদ ঘোষণা করেন তখন এরা ইঁদুর এর মতন গর্ত খুঁজতে শুরু করে । কোনো সায়েন্সই আর তখন কাজ করেনা কারণ সায়েন্সও আসলে ভগবানকে জানারই আরেক নাম । মূর্খের দল ।

এরাই শয়তানি করে শাহ্য়ের পরিবারকে নাশ করেছে । আয়াতোল্লার বাপ্ ও শাহ্য়ের দূর সম্পর্কের চাষা কাজিন অর্থাৎ জেইনাব ও নার্গিসের মাতাজী সাবার পরিবার ।

এরাই শাহ্কে সরায় শিহির করে করে ও রাজকুমারী আসরফের মগজে জহর ভরে পুরো পরিবারকে বিনষ্ট করে দেয় । যাতে এনারা আর ইরানে রাজত্ব করতে না পারে । এত শয়তান এই আয়াতোল্লা ও সাবার পরিবার ।

এই কালা জাদু মারাঅক । আআর জন্য কারণ শিব ঠাকুরের এক শিবগণের অংশ কুব্জিকা এই ভূত প্রেতের পাল্লায় পড়েই বিনষ্ট হল আর এই ধরায় তাঁকে জন্ম নিতে হবে অত্যন্ত বিকলাঙ্গ দেহ নিয়ে যে নড়তেও সক্ষম হবে না । কারণ সে শ্রী রমণ মহর্ষিকে অত্যন্ত কদর্য ভাষায় গালি দিয়েছে ও এই ধর্ম যুদ্ধে বাধার সৃষ্টি করেছে । কিন্তু এখন সারেন্ডার করেছে ও শিব ঠাকুর ওনাকে সাহায্য করছে ।

মহর্ষি ওনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন তাই যখন এই ধরায় উনি জন্ম নেবেন তখন শিব ঠাকুরের প্রটেকশান থাকবে তাই শত বাধার সম্মুখীন হলেও উনি বেঁচে যাবেন ।

কারেন্ট শিব ঠাকুর উন্নীত হবেন জনলোকে ।

আর শিবঠাকুরের আসনে এসে বসবেন আমার অঙ্গ রক্ষক শ্রীল প্রভুপাদজী । কারণ উনি অদ্বৈতবাদীর তেমন গুরুত্ব দিতেন না কারণ তাদের ব্রাহ্মণবাদ সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিলো বলে কিন্তু এবার ওনাকে শিবলোকে গিয়ে শিবের এনার্জিটা নিজ চেতনায় ধারণ করে দেখতে হবে যে তার আধ্যাত্ম শক্তিটা কেমন । এইভাবে সমস্ত কসমিক এনার্জিগুনো যখন হারমনিতে আসবে একমাত্র তখনই সেল্ফ রিয়েলাইজেশান বা মোক্ষ হওয়া সম্ভব

যা সব সাধকদের লক্ষ্য । তাই শিবলোক বা বিষ্ণু লোক যেখান থেকেই আসুননা কেন বা মহাকালীর ভক্ত সবাইকে এই হারমোনিয়াস্ এনার্জিতে যেতে হয় নচেৎ মোক্ষ হওয়া সম্ভব নয় । তাই ব্লকেজ থাকলে অন্য লোকে জন্ম নিয়ে বা কর্মরত হয়ে সেই শক্তিকে বুঝতে হয় । তাই শিবঠাকুর জনলোকে চলে গেলেই শ্রীল প্রভুপাদজী এবার শিবঠাকুরের দায়িত্ব নিয়ে আমাদের মুগ্ধ করবেন কারণ উনি একজন প্রকৃত ভক্ত যিনি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন ।

স্বর্গলোক ও মহলোক অবধি হল রূপলোক । তারপরে জনলোক ও তপলোক হল অরূপলোক । অর্থাৎ ওখানে চেতনারা কেবল এনার্জি হিসেবে থাকেন । ওদের খ্রীস্টানরা বা সাইকিকরা বলে থাকেন মেন্টাল প্লেনের বাসিন্দা । ওখান থেকে সবকিছু এই মহাবিশ্বতে ম্যানিফেস্ট হয়ে থাকে । তারওপরে আছে কসাল প্লেন বা কারণ শরীর নিয়ে থাকা মোক্ষ প্রাপ্ত সন্তরা যাঁরা পরম পুরুষের এনার্জিটা নিয়ে আমাদের রেডিয়েট করে থাকেন এই সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিন্তু তাঁদের কোনো মন নেই বলে তাঁরা ম্যানিফেস্ট করতে সক্ষম নন । তাঁদের কেবল শুদ্ধ এনার্জি বডিটাই সম্বল । ওনারা জ্যোতির বিচ্ছুরণ কেবল । লাইট বিংস বলা চলে ।

দুয়োরাণীর বর জোর করে তার পুত্রের মোক্ষ বাগিয়ে নেবার তালে আছে আমাকে দিয়ে ম্যানিফেস্ট করিয়ে যাতে তারা শয়তানি করে পাড় পেয়ে যায় । কারণ মোক্ষপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীদের সোলের নিকটবর্ত্তী সত্ত্বারা আর নরকে পতিত হয়না কখনো ।

তাই মহাপুরুষদের চাপ দিচ্ছে এরা । কিন্তু ওদের সন্তানকে লেসেন লার্ণ করতে হবে ।

মহাজগৎ তো উঠে যাচ্ছে না !আর গুরুর বাধ্য হতে হবে ।গুরুকে ভক্তি না করে অপরাধী মাকে সব কাজে সায় দিতে শুরু করলে মোক্ষ পাওয়া ভার । কারণ ভগবান দেখেন তুমি ধর্মে আছো কিনা ।

জিরাফে থাকলে মোক্ষ পেতে অসুবিধে হবে ।

আনন্দ মূর্তি এক চমৎকার সন্ত ছিলেন যখন আমরা খুব ছোট ছিলাম । উনি আনদমার্গসৃষ্টি করেন ।

পরে বামপন্থীরা ওনাকে টার্গেট করে । কারণ তারা সায়েন্সের ভক্ত । নাস্তিক ।সন্ন্যাসীদের মেরে তাড়ায় তারা । অত্যন্ত নীচে নামায় ওনাকে অপবাদ দিয়ে এই তথাকথিত বামেরা । এই আনন্দমূর্তি সদ্‌বিপ্রের কথা বলে গিয়েছেন যার অর্থ হল সেল্ফ রিয়েলাইজ্‌ড্‌ সন্ত । উনি নিও হিউমানিজ্‌ম এর কথাও বলে গিয়েছেন যা এখন আসতে চলেছে

বাংলাতে । তাই ওনাকে এককথায় ভিশনারি সন্ত বলা চলে । কিন্তু কিছু কদর্য মানুষ নিজেদের অ্যাজেন্ডা হাসিল করার জন্য ওনাকে কাদায় ফেলে পিষে ফেলার চেষ্টা করে গিয়েছে । কিন্তু যুগ যুগ ধরে দেখা গিয়েছে যে অন্যায় কখনও জয়ী হয়না । অন্যায় ক্ষণস্থায়ী আর সত্য হল সবচেয়ে শক্ত তলোয়ার যার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়ে সমস্ত বিকৃত চেতনা । হয়ত সময় লাগে কারণ কালচক্র বলেও একটা কথা রয়েছে আর কালের নিয়ম হল আবর্জনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করা । কাজেই দেরী হলেও সত্যই জয়ী হয় সবসময় । কারণ ট্রুথ কেবল ফিক্‌শানের থেকে অবাক করার মতন নয় ট্রুথ হল সেই বোমা যাকে মানুষ নিউকের থেকেও বেশী ভয় করে । কারণ এ কেবল মানুষটিকে নয় সমগ্র জাতি , দেশ ও ধর্মকে পর্যন্ত লোপাট করে দিতে সক্ষম যা দুনিয়া এবার দেখবে ।

মহাকালী এখন নিজ হাতে দন্ড তুলে নিয়েছেন আর যা হবে তা হয়ত আগে কোনোদিন দুনিয়া দেখেওনি ।

জয় জয় শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ।

Annada Thakur

Adyapith founder.

আমি একজন কায়স্থ মেয়ে । আমার ধর্ম হল লেখা । কারণ কায়স্থদের ধর্ম হল লেখালেখি করে সমাজের উপকার করা । কলম ধরতে জানেনা এমন কায়স্থ প্রায় নেই । ব্রাহ্মণরা যেমন পুজোপাঠ করে থাকে সেরকম কায়স্থরা হয় কলম/মসী/কালি**জীবি** । আর আমি একজন লেখিকা হিসেবে হলাম আজকাল ***মাউস জীবি ।*** কারণ আমি সোজাসুজি আলোকতন্তুর মেশিনে অক্ষর খোদাই করি । আমি অক্ষর শিল্পী ।

হাতে লিখে করিনা । তাই বেশ ভুল ধরা পড়ে যায় অন্য সময় দেখলে । টাইপো ও বাংলা সফটওয়্যারের পোকার কারণে । সফটওয়্যারও কোভিডে আক্রান্ত মনে হয় । প্রচুর বাগ ওখানে ।

এবার আমি রাজস্থানের কর্ণিমাতার মতন ইঁদুরের মালকিন হয়ে বসেছি । কাজেই ইঁদুর সঞ্চালনের কাজ করছি সমানে । লিখেই চলেছি একের পর এক অক্ষরমালা । বর্ণমালা ।এবার যা তথ্য দেবো তা আরো মজার কিন্তু গল্প হলেও সত্য । পর পর লিখে যাচ্ছি যা আমার কাছে আসছে । কিন্তু এসব পড়ে আমাকে কেউ মন্দ মনে করবে না কারণ এগুলি আমার মস্তিষ্ক প্রসূত নয় । নিখাদ যাঁরা

সাধক তাঁদের দিয়ে ভেরিফাই করে নিতে পারো তোমরা নিজেরা । এই পুস্তকে অনেক সংকেত হয়ত খুঁজে পাবেন লোকে যা আমার পক্ষে লেখা একেবারেই অসম্ভব একজন মানবী হিসেবে ।

আমি নিজের মনে বসে আছি আর এক এক করে মায়া শাড়ি থেকে তুলে চলেছি মায়া চোরকাঁটা ।

এইসব লেখা অটোমেটিক হয় (অটোমেটিক রাইটিং) । আমি কিছু ভেবে লিখিনা । যোগিনী হিসেবে আমার কোনো পরিবর্তন করার সুযোগ ও ক্ষমতা নেই । আমি অক্ষরগুলোতে রং চং লাগাতে পারি মাত্র ও ডিজাইন করতে পারি এই অবধিই ।

সরস্বতী ও মাতঙ্গী (তান্ত্রিক মহাবিদ্যা বা নীল সরস্বতী) আমাকে দিয়ে লেখান ।

আমি হলাম মাইকের মতন । একটি কর্ডলেস মাইক । যার না আছে ব্রেন,না পৌষ্টিক তন্ত্র আর না কোনো হাত-পা । আমাকে বিষপয়োগ করে হত্যা করা যায়না কারণ আমার দেহ নেই । আমি কিছু বুঝিনা কি লিখলে আমার ক্ষতি হবে কারণ আমার মস্তিষ্ক নেই আবার আমার কোনো হাত-পা নেই যে আমি এই যে বই লিখছি তা সম্পাদনা করতে পারি ।

কেবল মাউথ পিসের মতন কথা বলে চলেছি । তবে এই মাইকের বৈদ্যুতিক শক্তি হল ঐশী জাত ।

তাই চাইলেও কেউ একে ভাঙতে বা নষ্ট করতে পারবে না । কর্ডলেস মাইক তাই সরবরাহ করেই চলে অনবরত কিছু কথা , সংবাদ । যার উৎস অলৌকিক এফ-এম রেডিও স্টেশান আর রেডিও জকি স্বয়ং পরমেশ্বর । তাই আমার ভয়, ভাবনা ও ভড়ং নেই ।কারণ আমার কাছে দ্বৈত কোনো জগৎ নেই ; আমি ব্যাতীত । এই জগৎ আমার থেকেই শুরু হয় ও আমাতেই মিলিয়ে যায় ।